মাতৃভাষা-বার্তা

৭ম বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০২০

পৌষ-আষাঢ় ১৪২৬-১৪২৭

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

একুশে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকাল চার-টায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.-র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক পবিত্র সরকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কো-র প্রতিনিধি ও ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন।

সারা বিশ্বের সকল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ভাষা মানুষের মনের ভাব, চাহিদা সবকিছু ব্যক্ত করারই একটা মাধ্যম। মানুষের আবেগ, অনুভূতি ব্যক্ত হয় ভাষার মাধ্যমে। কাজেই ভাষাটা পরস্পরের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি মূল শক্তি। জন্মের পর মায়ের কাছ থেকে আমরা ভাষা শিখি। মাকে মা বলে ডাকা শিখি। পাশাপাশি একটি দেশের নিজের সংস্কৃতি, কৃষ্টি সবকিছু এই ভাষার সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই সেই ভাষার জন্য আমাদেরই ছেলেরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল।

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অতিথিবৃন্দ

১৯৪৮ সালে আমাদের মাতৃভাষাকে কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত হয়েছিল, আসলে চক্রান্তটি শুরু হয়েছিল ৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলনের মাধ্যমে, সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্দু, কিন্তু আমরা ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৫৬ ভাগ আমরা। আমাদের ভাষার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিজাতীয় ভাষা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই আমাদের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ শুরু করে এবং ৪৮ সালের ২রা মার্চ এফএইচ হলে ছাত্রদের একটা সভা হয়। সেই সভার যিনি উদ্যোক্তা ছিলেন, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, যিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি জানুয়ারি মাসে একটি ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলেন, সেটি হলো পূর্ববঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ। সেই ছাত্রলীগ, তমুদ্দুন মজলিস ও আরও কয়েকটি ছাত্রসংগঠন—তাদের নিয়েই তিনি বৈঠক করেন। তাঁরই প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১১ মার্চ ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হবে এবং সেদিন থেকেই আমাদের আন্দোলনের যাত্রা শুরু। এরপর অনেক চড়াই-উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এবং বারবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়, বন্দি করা হয়। ভাষার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি সারাদেশ সফর করেছেন। এরপর বরকত, জব্বার, শফিউদ্দীনসহ ছাত্ররা এই ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। রক্তের অক্ষর দিয়ে মাতৃভাষার দাবির কথা জানিয়ে গেলো আমাদের এই শহিদরা। একুশে ফেব্রুয়ারি সেই দিনটি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ধন্যবাদ জানাই আমাদেরই কিছু বঙ্গসন্তান, যারা কানাডায় বাস করত, সেখানে মাতৃভাষাপ্রেমি একটি সংগঠন গড়ে ওঠে আরও কয়েকটি ভাষাভাষী নিয়ে, তারা উদ্যোগ নেন জাতিসংঘে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবার। সদস্য রাষ্ট্র এই প্রস্তাব দিলে সেটা তারা গ্রহণ করবে। এটা যে মুহূর্তে আমাকে জানানো হয়—সে সময় শিক্ষামন্ত্রী জনাব সাদেক সাহেব ছিলেন, তিনি আমাকে জানালেন—আমি বললাম, প্রস্তাব এখনই পাঠান। আপনারা প্রস্তুতি নেন, যত রাতই হোক, আমরা প্রস্তাব পাঠিয়ে দেব। এবং সেভাবে আমরা প্রস্তাবটি পাঠাই। আমরা সেই স্বীকৃতি পেয়েছি। প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো-র সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়। এজন্য ইউনেস্কো-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে, তারা এটা গ্রহণ করেছে। সেই থেকে আমাদের ওপর বিরাট একটা দায়িত্ব এসে বর্তায়। জাতির পিতা ভাষা সম্পর্কে অনেক সচেতন ছিলেন, আন্তরিক ছিলেন, তিনি যেভাবে বলতেন—'মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সহ্য করতে পারে না'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, বারবার আমাদের ওপর আঘাত এসেছে। আন্দোলন করা অবস্থায় একবার প্রস্তাব এলো বাংলা ভাষাকে আরবি অক্ষরে লেখা হবে। মানে বাংলা অক্ষর বাদ দিয়ে আরবি হরফে বাংলা লিখতে হবে। এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করল আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সকল মানুষ। পরবর্তীতে আরেকবার আরেকটা প্রস্তাব আসলো ল্যাটিন শব্দে বাংলা লিখতে হবে। মানে বাংলাকে কীভাবে বাদ দেওয়া যায় সেই চেষ্টা। তার বিরুদ্ধেও আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে। এভাবে বারবার আমাদের ভাষার ওপর আঘাত এসেছে। শুধু ভাষা নয়, আমরা যে বাঙালি জাতি, সেই জাতিসত্তার ওপর আঘাত এসেছে। ভাষার ওপর যখন আঘাত এলো তখন থেকেই জাতির পিতা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আর ওই পাকিস্তানিদের সাথে নয়, আমাদের আলাদা থাকতে হবে, আলাদা দেশ গড়তে হবে। সেই কথা তিনি মুখে বলেননি কিন্তু তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি সেভাবেই নিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি একটি জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এই বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। ৭ই মার্চ একাত্তর সালে তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেই ভাষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য গেরিলা যুদ্ধ করার সমস্ত নির্দেশনা তিনি দিয়েছিলেন। পুরো মার্চ মাস ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবন

থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হতো সেভাবেই দেশ পরিচালিত হতো। আর ৭ই মার্চের ভাষণ—যে ভাষণ এদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে—ইউনেস্কো সে ভাষণটি বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য দলিলে স্থান করে দিয়েছে। সেজন্য আমি সমর্থনকারী সকল সদস্য দেশ এবং ইউনেস্কো-কে ধন্যবাদ জানাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বায়ান্ন সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে চীন ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। তখন নয়া চীন বলা হতো। সেই নয়া চীন ভ্রমণের ঘটনা চুয়ান্ন সালে তিনি যখন কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি তা কারাগারে বসে লিখেছিলেন। পরে তাঁর ওই বই আমরা প্রকাশ করি। পিকিং-এ শান্তি সম্মেলনে তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ওখানে বাংলা ভাষায় দুজন বক্তৃতা দেন। একজন কলকাতার, আরেকজন বঙ্গবন্ধু। পরবর্তীতে তিনি যখন চুয়াত্তর সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আমি যতবার জাতিসংঘে গিয়েছি, আমিও বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছি।

তিনি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারণে আমাদের অন্য ভাষাও শেখার প্রয়োজন আছে, তবে মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে আরও শক্তিশালী করতে চাই। কারণ এখানে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সংরক্ষণের কাজ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির আরকাইভস হচ্ছে, ভাষা জাদুঘর আছে, এখানে লাইব্রেরি আছে, ডিজিটাল ল্যাব হচ্ছে। ভাষাভিত্তিক গবেষণার লক্ষ্যে—আমি ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি—আমি চাই ইনস্টিটিউটের আওতায় একটা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করতে। ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে সেখানে একটা বরাদ্দ দিব বা সিডমানি দিব, যার ইন্টারেস্ট থেকে আমরা বিভিন্ন ফেলোশিপ দিতে পারব ভাষা শেখার জন্য। এটা করতে চাই এ কারণে যে, অতীতে দেখেছি, সরকার পরিবর্তন হলে অনেক কাজ বন্ধ হয়ে যায়, ভবিষ্যতে কেউ যেন আর এরকম করতে না পারে, সেজন্য। ভাষণের শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চার-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। ভাষা আন্দোলনে প্রাণ উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ ও ভাষা সৈনিক এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন

প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে অধ্যাপক পবিত্র সরকার বলেন, যদিও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার

জাতিসংঘে গ্রহণ করার আন্দোলন কানাডা নিবাসী দুজন বাঙালি শুরু করেছিলেন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী না থাকলে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না। তিনি বলেন, ভাষার ভিত্তিতে পৃথিবীতে এই প্রথম একটি রাষ্ট্র জন্ম হয়েছে। এই গর্ব কখনও মোছার নয়, বাংলাদেশের শহিদ দিবস শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পৃথিবীতে খ্রিস্টাব্দে বহু খ্রিস্টাব্দ আসবে কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি আর একটা আসবে না।

বিয়াট্রিস কালডুন বলেন, ইউনেস্কো-র প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর দিক-নির্দেশনায় ইউনেস্কো-র ভাষাবৈচিত্র্য ও বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং এ ইনস্টিটিউট বিশ্বের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

বিশেষ বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাদেশে ইউনেস্কো প্রতিনিধি ও ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি আগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি শহিদ বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারসহ আমাদের ভাষা-শহিদদের। একই সঙ্গে আমার অন্তর-উৎসারিত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভাষার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করে এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন, তাঁদের প্রতি। অমর একুশের চেতনার পথ ধরেই আমাদের পরবর্তীকালের সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে। একুশ আমাদের প্রেরণা, শক্তি ও সাহস, বাঙালি জাতির সংগ্রাম ও সাফল্যের স্মারক।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারির এবার ৬৮ বছর পূর্ণ হলো। এ কালপরিসরে আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রত্যাশিত ছিল তা হয়নি। এর কারণ আপনাদের অজানা নয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে নিয়োজিত হয়েছিলেন, তবে তা সম্পন্ন হতে দেওয়া হয়নি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও তাদের এদেশীয় দোসরদের চক্রান্তে সপরিবারে জাতির পিতাকে এবং আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হয়। জাতীয় জীবনে নেমে আসে গভীর অন্ধকার এবং দীর্ঘ দশ বছর তা প্রলম্বিত হয়। ১৯৯৬ সনে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে পুনরায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। কিন্তু সেই প্রবাহ বিলম্বিত হলেও তা প্রতিহত করা যায়নি। ২০১৪ এবং ২০১৮ সনের নির্বাচনে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে পূর্বের মতোই দেশের অগ্রগতি ও সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নিয়োজিত হয়েছেন। বহির্বিশ্বে আমাদের অবস্থান এখন সুদৃঢ়, বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র এবং অচিরেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হতে পারব।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো-র ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের এ অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা ও সক্রিয়তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনিই এ ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ প্রসঙ্গে আমি দ্বিধাহীনভাবেই বলতে চাই যে, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সবচেয়ে ভাষা-অনুরাগী। উন্নয়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সকল ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারে তাঁর গৃহীত উদ্যোগ জাতিকে প্রাগ্রসর ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা একান্তই তাঁর এবং তিনি তা বাস্তবায়িত করেছেন।

মাননীয় উপমন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম ও সফল অর্জন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রাবস্থায় এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে কারা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, সেই চেতনাকে তিনি ভাষা সৈনিক হিসেবে ধারাবাহিক নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যান মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সফলতার দ্বারে—যার ফলে পৃথিবীর বুকে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা। ভাষা সংগ্রাম কমিটির বঙ্গবন্ধু মুজিবের অনশনের কথা, তাঁর কারাবরণের কথা সবকিছুই মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টির ষড়যন্ত্রকারীরা মুছে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু সত্যকে কখনও চাপা দিয়ে রাখা যায় না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

মহান ভাষা সৈনিক বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলায় ভাষণ দেবার পর বিশ্ববাসী জানতে পারে এ ভাষার সৌন্দর্য, এ ভাষার মাধুর্য।

উপমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি তৎকালীন আইন পরিষদের অধিবেশনে দৈনন্দিন কর্মসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণের দাবি জানান। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আদেশ জারি করেন এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন। এইভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা না পেলে বাংলার প্রচলন এই বাংলাদেশে হতো কি-না সন্দেহ আছে, কারণ পঁচাত্তর-পরবর্তী শাসকেরা বাংলা ভাষাকে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল ভাষাকে অবনমিত করে একটি অভিজাত শাসক সমাজ অর্থাৎ Ruling Elite Class সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সেই Ruling Elite Class জনগণের সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.

তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সন্তান বঙ্গবন্ধু-দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কাজ করছেন। তাঁর কারণে আজ সিলিকন ভ্যালি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। গুগল, ফেসবুক, মাইক্রোসফট বাংলা ভাষা ব্যবহার করে বাংলার ভয়েস রিকগনিশন সফটওয়্যার তৈরি করা, বাংলা সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার আরও বিস্তৃত করার কাজ চলছে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, এই মানচিত্রের জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। আমার আত্মপরিচয়ের জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। আমার জাতিগত ও জাতিসত্তার পরিচয়ের জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। এ ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। এ ঋণ কেবল স্বীকার করা, এই বোধ অন্তরে ধারণ করা আর বংশ পরম্পরায় প্রসারিত করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আপনার চেতনাসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। আপনার উদ্যোগে ও ত্বরিত প্রচেষ্টার ফলে বাঙালির অমর একুশে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ ঘোষণার মাধ্যমে আপনি একটি বার্তা বিশ্বের সকল ভাষিক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন—মাতৃভাষা ও ভাষা-আশ্রয়ী জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বাঙালিরা যে করুণ মর্মান্তিক এবং অভূতপূর্ব উদাহরণ স্থাপন করেছে, এই রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা যেন অন্য কোনো মাতৃভাষাভাষীকে স্পর্শ না করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের পূর্বে বিভিন্ন ভাষার শিশুরা বাংলাসহ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় হাতে লেখা কৃতজ্ঞতা-স্মারক প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেয়।

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে লেখা কৃতজ্ঞতা-স্মারক তুলে দিচ্ছে বাংলাভাষী শিশু মিথিকা আলম

আন্তর্জাতিক সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিন ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল: *Multilingual Education and Sustainable Development*। সেমিনারটি দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কো-র প্রতিনিধি ও ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী প্রফেসর আ ফ ম দানীউল হক।

মোড়ক উন্মোচন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত তিনটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রকাশনাগুলো হলো: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় (আইপিএ) লিপ্যন্তর, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রদত্ত ভাষণ ইশারা ভাষায় অডিও-ভিজুয়াল উপস্থাপনা এবং ব্রেইল লিখন-বিধিতে প্রকাশনা।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আমাই কর্তৃক প্রকাশিত তিনটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : আন্তর্জাতিক সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। শুরুতে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার *What and How of Multilingual Education : The South Asian Context* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ *Mother Tongue Based Multilingul Education (MTB-MLE) for Sustainable Development : Planning and Ensuring Linguistic Rights within MTB-MLE in Bangladesh* শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তৃতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)-এর গবেষক ড. রাজীব চক্রবর্তী। তাঁর প্রবন্ধ-শিরোনাম: *Exploring Avenues of Bangla Language Technology*।

সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এ অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ভারতের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও লোকরত্ন ফোকলোর ফাউন্ডেশনের চিফ এডিটর ড. মহেন্দ্র কুমার মিশ্র *Policy, Practice and Outcome of Multilingual Education and Sustainable Development in India* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অধিবেশনের শেষ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নায়রা খান। তাঁর প্রবন্ধ-শিরোনাম: *A Computational Approach to Language Documentation in Bangladesh*।

দুটি অধিবেশনেই ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। অংশগ্রহণকারী হিসেবে আগত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কলেজসমূহের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর, ইউনেস্কো ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রশ্নোত্তরপর্বে অংশ নেন। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা সমবেত অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : আন্তর্জাতিক সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

জাতীয় সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতায় ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল: *বহুভাষিক*

শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন। সেমিনারটি দুটি অধিবেশনে বিন্যস্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এম.পি. এবং সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন।

এ অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর গবেষণা কর্মকর্তা শুভ্র জ্যোতি চাকমা। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল: *চাকমা ভাষায় বহুভাষিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা*। দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিমগাছি কলেজ, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-এর সহকারী অধ্যাপক যোগেন্দ্র নাথ সরকার। তাঁর প্রবন্ধ-শিরোনাম: *সাদরি ভাষায় বহুভাষিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা*।

সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এম.পি. এবং সভাপতিত্ব করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : জাতীয় সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এম.পি.

এ অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ (সৌরভ সিকদার)।

দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াপুরের জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা *ককবরক ভাষায় বহুভাষিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা) ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান *মাতৃভাষা অর্জন স্কেল নির্মাণ ও তার মাধ্যমে ভাষা দক্ষতা পরিমাপন* এবং *বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে অনুবাদের গুরুত্ব : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা* শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কলেজসমূহের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর, ইউনেস্কো ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

দুটি অধিবেশনের প্রবন্ধ পাঠ ও প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন সমবেত অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : জাতীয় সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এম.পি.। মঞ্চে উপবিষ্ট অধিবেশনের সভাপতি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার

চিত্রকলায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত চার-দিনব্যাপী কর্মসূচির চতুর্থ দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সোমবার অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের শিশুসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগীদের মোট ছয়টি দলে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দলবিভক্তি ছিল: গ্রুপ এ–প্রাক প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয়, গ্রুপ বি–তৃতীয় থেকে পঞ্চম, গ্রুপ সি–ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, গ্রুপ ডি–নবম থেকে দশম, গ্রুপ ই–বিদেশি শিশু (জুনিয়র ও সিনিয়র), গ্রুপ এফ–বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও রাশিয়ান দূতাবাসের ১১ জন বিদেশি শিশু এবং ১১ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ ২৬৭ জন শিশু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার দৃশ্য (একাংশ)

প্রতিযোগিতায় প্রধান বিচারক ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (ডিজাইন) এ কে এম জাহিদুল মুস্তাফা। এছাড়া তিন সদস্যবিশিষ্ট বিচারক প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যথাক্রমে চারুকলা ইনস্টিটিউটের অঙ্কন ও চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ কামাল উদ্দিন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান নূরনবী।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং এ কে এম জাহিদুল মুস্তাফা।

সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কন বিষয়ক উপকমিটির আহ্বায়ক মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী। এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিশুদের উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করেছেন।

ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন

মুজিববর্ষ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান নূরনবী ম্যুরালটির নকশা প্রণয়ন করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত ম্যুরাল উন্মোচন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু-দুহিতা শেখ রেহানা,

বঙ্গবন্ধু-দৌহিত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কন্যা ড. সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি., মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী প্রমুখ।

মুজিববর্ষ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উন্মোচন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ রেহানা, বঙ্গবন্ধু-দৌহিত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কন্যা ড. সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে মুদ্রণ সংক্রান্ত ভ্যালিডেশন কর্মশালা। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী প্রধান অতিথি হিসেবে দু-দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) অধ্যাপক মোঃ শাফীউল মুজ নবীন।

দু-দিনব্যাপী ভ্যালিডেশন কর্মশালার উদ্বোধন করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

১০ ফেব্রুয়ারি ৩টি (চাকমা, গারো, সাদরি) এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২টি (মারমা, ককবরক) ভাষার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চাকমা, গারো ও সাদরি ভাষার মূল অনুবাদক/মূল আলোচক ছিলেন যথাক্রমে সুগত চাকমা, আলবার্ট মানখিন ও যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ। মারমা ও ককবরক ভাষার মূল অনুবাদক/মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মং নু চিং এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। কর্মশালায় ৫টি ভাষার আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শুভ্র জ্যোতি চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা (চাকমা), বাঁধন আরেং, বাসর দাংগ (গারো), বঙ্গপাল সরদার, অজিৎ কুমার সরদার (সাদরি), মং ক্য শোয়ে নু নেভী, নু থোয়াই মারমা (মারমা) এবং জগদীশ রোয়াজা ও ফাল্গুনী ত্রিপুরা (ককবরক)। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় মূল অনুবাদকের উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন বিষয় আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়। মূল অনুবাদক, আলোচক ও সংশ্লিষ্ট ভাষার অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শক্রমে পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পন্ন করা হয়। পরে প্রত্যেক ভাষার সংশোধিত পাণ্ডুলিপির অডিও রেকর্ড করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিববর্ষ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাই কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিআইজিএম-এর পলিসি অ্যানালাইসিস কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৯ম ব্যাচের কর্মকর্তাদের আমাই পরিদর্শন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পলিসি অ্যানালাইসিস কোর্সের ৯ম ব্যাচে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ ১৫ মার্চ ২০২০ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শকদলের নেতৃত্ব দেন কোর্সের প্রধান সমন্বয়ক ও প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব প্রণব চক্রবর্তী। পরিদর্শনের পূর্বে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও আলোচনা সভায় মিলিত হন। চতুর্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় ইনস্টিটিউট সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিআইজিএম-এর পরিদর্শকদলের সঙ্গে পরিচিতি সভায় ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

সভায় পলিসি অ্যানালাইসিস কোর্সের প্রধান সমন্বয়ক প্রণব চক্রবর্তী বলেন, 'পলিসি তৈরিতে যিনি বা যারা থাকবেন, তারা অবশ্যই এই প্রতিষ্ঠানটি ভ্রমণ করবেন। কারণ যিনি পলিসি বা নীতি প্রয়োগ করবেন তিনি নিজের দেশটি দেখবেন না, তা হয় না।'

অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর, বিশ্বের লিখন-বিধি আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে নিজেদের আনন্দদায়ক অনুভূতি ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বিআইজিএম-এর পরিদর্শকদলের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিদর্শকদলের প্রধান প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব প্রণব চক্রবর্তী ও আমাই কর্মকর্তাবৃন্দ

বিডিআর বিদ্রোহ মামলার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রায়ের অনুলিপি ইনস্টিটিউটে সংরক্ষণের জন্য প্রদান

সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চে বিডিআর বিদ্রোহ হত্যা মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় গত ০৮ জানুয়ারি ২০২০ প্রকাশিত হয়। মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকীর বাংলায় লেখা ১৬৫৫২ পৃষ্ঠা রায়ের অনুলিপি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ প্রেরণ করা হয়। ৩৩ খণ্ডবিশিষ্ট উক্ত রায়ের অনুলিপি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলীর হাতে তুলে দেন সুপ্রীম কোর্টের মুখপাত্র মোহাম্মদ সাইফুর রহমান।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৭ মার্চ সকাল ৯টায় আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত ম্যুরাল-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পরে তৃতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য দেন মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, উপপরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ)

মাহবুবা আক্তার, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা ও গবেষণা পরিকল্পনা) ড. কাজী মোঃ জাকির হোসেন এবং কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি করেন উপপরিচালক (প্রকাশনা ও গবেষণা পরিকল্পনা) ড. মোঃ ইলতেমাস এবং সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতার জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি এবং অধিকার আদায়ে আপসহীন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণীয়। আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারব ততই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবো। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সেগুনবাগিচার বায়তুর রহমান জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম মুফতী যুবায়ের।

১৭ মার্চ ২০২০ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

জাতির পিতার শততম জন্মদিবসে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়ায় অংশ নিচ্ছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায় ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
E-mail: imli.moebd@gmail.com, Phone: 88-02-8391346
Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

.....

.....

.....

সম্পাদক : অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন

যুগ্ম-সম্পাদক : ড. মোঃ ইলতেমাস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও শহীদ প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।